বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ এর আওতায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার সূচক নং- [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা ও প্রসেসম্যাপ

প্রস্তাবিত উদ্ভাবনী **আইডিয়া/প্রকল্প** উদ্যোগের শিরোনাম:

নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি শক্তিশালীকরণ।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের ধরণ:

পাইলটিং

কার্যালয়:

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়,

ময়মনসিংহ।

পাইলটিং বাস্তবায়নের জন্য আদেশ প্রাপ্ত কর্মকর্তা:

মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার

উপনিবন্ধক (প্রশাসন)

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়,

ময়মনসিংহ। (টিম লিডার)

ও

বাস্তবায়ন টিম

অধিদপ্তর/দপ্তরের নাম: বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগরে নাম: পল্লী উন্ননয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

১। অফিস প্রোফাইল:

ক) একনজরে অফিস:

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলা	বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ	
	ইংরেজি	coop.mymensinghdiv.gov.bd	
	সংক্ষিপ্ত	যুগ্মনিবন্ধক	
অফিস প্রধানের পদবী	যুগ্মনিবন্ধক	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা
অফিসের সংখ্যা	মোট অফিস ৩৯টি, জেলা অফিস- ০৪টি, উপজেলা অফিস- ৩৫টি		
জনবল	২৫৫ জন		
অফিসের ঠিকানা	বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ৯/ক (২য় তলা), বি. দেবী রোড, ময়মনসিংহ। ফোন: ০২৯৯৬৬৬৮১৯৬		
যোগাযোগ (ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স	jr.mymensingh@coop.gov.bd ফোন: ০২৯৯৬৬৬৮১৯৬		
যাতায়াতের বর্ণান	ময়মনসিংহ শহরের যেকোন দিক থেকে ময়মনসিংহে প্রবেশের পর জিরো পয়েন্ট থেকে আনুমানিক ১০০ গজ দক্ষিনে বুড়া পীরের মাজার সংলগ্ন মসজিদের বিপরীতে ৪ তলা ভবনের ২য় তলায় বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়।		

খ) অফিসের ভিশন ও মিশন:

- **রুপকল্প (Vision)**: টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।
- **অভিলক্ষ্য (Mission)**: সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।
- **কার্যাবলি (Functions)**:

  ১.দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সমবায় আদর্শে/দর্শনে উদ্বুদ্ধকরণ;

  ২.নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

  ৩.সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

  ৪.প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা করা;

  ৫.সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;

  ৬.পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

  ৭.গ্রামীণ মহিলা ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন;

  ৮.সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

  ৯.পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অভিলক্ষ্য অর্জন ও কার্যাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

গ) অফিসের পরিচিতি ও ছবি (অনধিক ২০০ শব্দ):

উপমহাদেশের সুপ্রাচীন প্রশাসনিক অবকাঠামোয় সমবায় বিভাগ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ১৯০৪ সালে বঙ্গীয় সমবায় আইনের মাধ্যমে এ বিভাগের গোড়াপত্তন হয়। বাংলার দারিদ্র, শোষিত ও নিগৃহীত কৃষক সম্প্রদায়কে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার মহান প্রয়াস থেকেই মূলত এ বিভাগের জন্ম হয়। সমবায় প্রকৃতপক্ষে একটি আন্দোলন, এটি সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নকামী দেশের পূনর্গঠন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় দপ্তর রয়েছে। বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ময়মনসিংহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট। ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনে ৩৫ টি উপজেলা রয়েছে। এ বিভাগে নিবন্ধিত কার্যকর ও অকার্যকর সমবায় সমিতির সংখ্যা ৬২৮৩। বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের একজন যুগ্মনিবন্ধক এ কার্যালয়ের প্রধান হিসেবে কর্মরত। এছাড়াও বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ে ০২ জন উপনিবন্ধক, ০২ জন সহকারী নিবন্ধক, ০১ জন জেলা অডিটর, পরিদর্শক ০৩ জন, মহিলা পরিদর্শক ০১ জন, সহকারী মহিলা পরিদর্শক ০১ জন, সহ মোট জনবল ২৪ জন এবং আওতাধীন ৩৫টি উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে কর্মরত মোট জনবল ২৫৫ জন । সমবায় সমিতির নিবন্ধন, নিরীক্ষা, তদারকী, পরিদর্শন ইত্যাদি নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে বিভাগ, জেলা ও উপজেলার কর্মচারীগণ সম্পৃক্ত রয়েছেন।

ঘ) অফিসের অর্গানোগ্রাম:

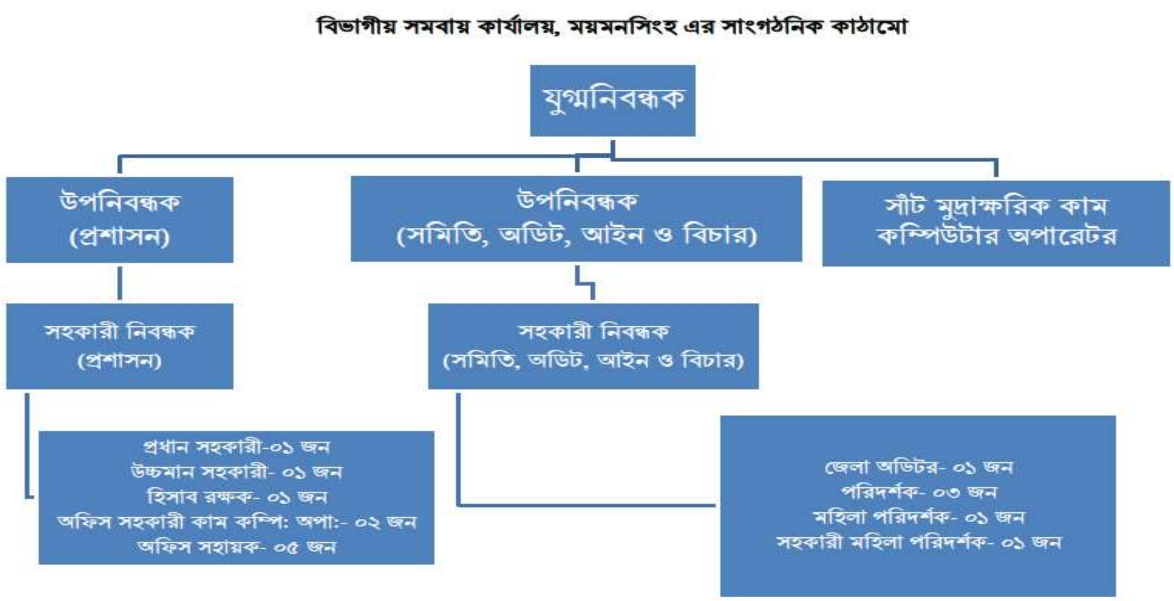

২। সেবা প্রোফাইল:

ক) সেবার নাম: নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি শক্তিশালীকরণ।

খ) সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা:

সমবায় একটি সংবিধিবদ্ধ আর্থিক খাত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩(২) অনুচ্ছেদে মালিকানার খাত হিসেবে সমবায়ের কথা বলা হয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ আর ৩ বিধি অনুসারে বাংলাদেশের প্রায় সকল শ্রেণি পেশার মানুষদের

সমবায়ের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করার অনন্য প্রয়াস লক্ষনীয়। এ বিধি অনুসারে সমবায় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর সমূহ হতে পয়ত্রিশ প্রকারের সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল সমবায় সমিতিসমূহ সদস্যদের কল্যাণে সম্পদ অর্জন, সম্পদ সংগ্রহ, আর্থিক লেনদেন এবং নগদ অর্থপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পয়ত্রিশ প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমবায় সমিতির শ্রেণি হচ্ছে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। যে সমবায় সমিতির সদস্যগণ মূলত মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষী এবং এই সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো, মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীরা প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা না পাওয়ার কারণে এই সমবায় সমিতিগুলো এখনও মধ্যস্বত্বভোগী এবং দাদন ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল। যার কারণে এই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যগণ স্বাভলম্বী হতে পারছেন না।

গ) সেবা প্রাপ্তির মৌলিক তথ্যাদি:

একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমবায় সমিতি বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় এবং এর আওতাধীন জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়সমূহ হতে নিম্নলিখিত সেবা পেয়ে থাকে:

● আইনি পরিষেবা: নিবন্ধন প্রদান, নির্বাচনে সহযোগিতা, বিরোধ নিস্পত্তিতে সহযোগিতা;

● নিরীক্ষা সম্পাদন: প্রতি নিরীক্ষাবর্ষে জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের নিরীক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদন;

● জলমহাল বরাদ্দ: সরকারী মালিকানাধীন জলমহাল বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ প্রদান।

● ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ: জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সীমিত আকারে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ) বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি বিশ্লেষণ:

নিবন্ধন প্রদানের পরে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো আইনি পরিষেবা, নিরীক্ষা সম্পাদন, সীমিত আকারে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ও জলমহাল বরাদ্দ পাওয়ার সুপারিশ ব্যতিত অন্য কোন সেবা পায় না। বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের চাহিদা অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তর এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে পর্যাপ্ত সেবা পায় না। যার ফলে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো এখনও দাদন ব্যবসায়ীসহ মধ্যস্বত্তভোগীদের উপর নির্ভরশীল এবং প্রতারিত হচ্ছেন।

● সীমিত প্রশিক্ষণ: মৎস্যজীবী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অভাব।

● ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা: মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোতে টেকসই ক্রেডিট সিস্টেমের অভাব , যার ফলে তারা দাদন ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন;

● সীমিত বাজার সংযোগ: মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের বিস্তৃত বাজার ব্যবস্থার সাথে সীমিত সংযোগ রয়েছে;

● মৌলিক অবকাঠামো: মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যরা অবকাঠামো উন্নয়নে কোন সহযোগিতা পায় না;

● ন্যূনতম স্বাস্থ্য এবং সামাজিক পরিষেবা: কোন স্বাস্থ্যসেবা এবং ন্যূনতম সামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয় না;

● কমিউনিটি উন্নয়ন: কমিউনিটি-উন্নয়নে কোন সহযোগিতা প্রদান করা হয় না;

● প্রযুক্তি গ্রহণ: আধুনিক মাছ চাষ ও ধরার প্রযুক্তি ব্যবহারের সীমিত উদ্যোগ;

● পরিবেশগত স্থায়িত্ব: টেকসই মাছ ধরার অনুশীলনের উপর সীমিত জোর।

● গবেষণা ও উন্নয়ন: গবেষণা ও উন্নয়নে সীমিত বিনিয়োগ।

● পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন: মৌলিক পর্যবেক্ষণ এবংএকটি শক্তিশালী মূল্যায়ন ব্যবস্থার অভাব।

চ) বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরি ভিত্তিক প্রস্তাবনা:

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নমিনি সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাবনা:
বর্তমান সময়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মূল সদস্য অর্থাৎ মৎস্যজীবীরা তাদের নমিনি সদস্যদের (সন্তানদের) শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। এই উদ্ভাবনী ধারণার মূল লক্ষ্য হলো এই সকল নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যসহ তাদের পরিবারের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা করা। সেজন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলো গঠন করার প্রস্তাবনা করা হচ্ছে:

ক. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি কমিটি:

উদ্দেশ্য: মৎস্যজীবীদের আধুনিক মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

কমিটির কার্যক্রম:

- প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।
- প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ।
- প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ।
- আধুনিক মাছ চাষের প্রযুক্তি প্রদর্শন ও প্রচার।

কমিটির সদস্য:

১) সমিতির সভাপতি (সভাপতি)
২) নমিনি সদস্য (যারা মাছ চাষে দক্ষ হতে আগ্রহী)
৩) উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক
৪) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

খ. উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কমিটি:

উদ্দেশ্য: উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত মানের মাছ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

কার্যক্রম:

- উন্নত জাতের মাছের পোনা ও খাদ্য সরবরাহ।
- মাছের রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।
- বাজার সম্পর্কে তথ্য প্রদান।
- সরাসরি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- মৎস্যজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ।

কমিটির সদস্য:

১) সমিতির সহ-সভাপতি (সভাপতি)
২) নমিনি সদস্য (যারা বাজারজাতকরণে দক্ষ)
৩) উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক
৪) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

গ. ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি:

উদ্দেশ্য: মৎস্যজীবীদের সহজ ঋণ প্রদান এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।

কার্যক্রম:

- সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।

- সঞ্চয়ের জন্য আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান।
- ঋণ পরিশোধে সহায়তা প্রদান।
- আর্থিক শিক্ষা প্রদান।

কমিটির সদস্য:

১) সমিতির সম্পাদক

২) নমিনি সদস্য (যারা আর্থিক বিষয়ে দক্ষ)

৩) স্থানীয় সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি

৩) উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক

৪) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

৫) জেলা সমবায় কর্মকর্তা

ঘ. কল্যাণ ও সমাজসেবা কমিটি:

উদ্দেশ্য: মৎস্যজীবীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম:

- স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন।
- শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ।
- দুস্থ ও অসহায় মৎস্যজীবীদের সহায়তা প্রদান।

কমিটির সদস্য:

- ১) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন কার্যকরী সদস্য
- ২) নমিনি সদস্য (যারা **কল্যাণ ও সমাজসেবা** বিষয়ে দক্ষ ও আগ্রহী)

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির জলমহাল ব্যবহার করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাবনা:

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির জলমহাল ব্যবহার করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। পর্যটন সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের প্রস্তাবনা:

১. মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ:

- মৎস্যজীবীদের পর্যটন ব্যবসায় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
- পর্যটকদের সাথে আচরণ ও সেবা প্রদানের প্রশিক্ষণ।

২. জলমহালের উন্নয়ন:

- জলমহাল পরিষ্কার ও সুন্দর করে রাখা।
- মাছের প্রজনন ও বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি।
- নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।
- জলজ প্রাণীর জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করা।

৩. পর্যটন আকর্ষণ:

- মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন।
- মাছ ধরার প্রতিযোগিতা।

- নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা।
- জলজ প্রাণীর প্রদর্শনী।
- স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরা।
- স্থানীয় খাবার পরিবেশন।

৪. আবাসন ও খাবার:

- মৎস্যজীবীদের বাড়িতে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা।
- স্থানীয় খাবার পরিবেশনের জন্য রেস্তোরাঁ তৈরি করা।
- বারবিকিউ ও ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করা।

৫. প্রচারণা:

- ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা।
- ভ্রমণ সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা।

৬. পরিবেশ রক্ষা:

- পরিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থাপনা।
- জলমহালের পরিবেশ রক্ষার জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়ন।
- পর্যটকদের পরিবেশ রক্ষায় সচেতন করা।

পর্যটন উন্নয়ন কমিটির প্রস্তাবনা:

১. কমিটির গঠন:

- সমিতির সভাপতি (সভাপতি)
- নমিনি সদস্য (যারা পর্যটন ব্যবসায় অভিজ্ঞতা আছে অথবা আগ্রহী)
- উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক
- উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

জেলা সমবায় কর্মকর্তা

২. কমিটির দায়িত্ব:

- পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- পর্যটন ব্যবসার পরিচালনা ও তদারকি।
- পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রচারণা ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৩. কমিটির কার্যক্রম:

- নিয়মিত মিটিং করা।
- পর্যটন ব্যবসার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমস্যা:

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নমিনি সদস্যদের সহায়তা মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রস্তাবনা:

- **প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি:**
  - আধুনিক মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান।
  - মাছের রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।
  - বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ।
  - আর্থিক শিক্ষা প্রদান।
  - জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
- **উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ:**
  - উন্নত জাতের মাছের পোনা ও খাদ্য সরবরাহ।
  - উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
  - সরাসরি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
  - মৎস্যজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ।
- **ঋণ ও সঞ্চয়:**
  - সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।
  - সঞ্চয়ের জন্য আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান।
  - ঋণ পরিশোধে সহায়তা প্রদান।
- **কল্যাণ ও সমাজসেবা:**
  - স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন।
  - শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ।
  - দুস্থ ও অসহায় মৎস্যজীবীদের সহায়তা প্রদান।
  - বিধবা ও অনাথদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান।
- **পর্যটন উন্নয়ন:**
  - পর্যটন ব্যবসায় প্রশিক্ষণ প্রদান।
  - পর্যটন আকর্ষণ তৈরি ও উন্নয়ন করা।
  - পর্যটন ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
  - পর্যটন ব্যবসার পরিচালনা ও তদারকি।
- **অন্যান্য:**
  - মৎস্যজীবীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
  - আইনি সহায়তা প্রদান।
  - পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা প্রদান।

ছ) বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ ও প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ ভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ:	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ:
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান ↓ শুধুমাত্র আইনী পরিষেবা প্রদান (অডিট, নির্বাচন, বিরোধ নিস্পত্তি, সীমিত ভ্রাম্যমাণপ্রশিক্ষণ)	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান ↓ আইনী পরিষেবার পাশাপাশি উদ্বাবনী দল কর্তৃক সভা আহবানের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা মূল্যায়ন; ↓ চাহিদা মূল্যায়ন করে উদ্ভাবনী দল কর্তৃক সমিতির : ১) সমিতির সকল প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রার হালনাগাতকরণ; ২) সমিতির নমিনি সদস্য রেজিস্ট্রার হালনাদকরণ; ৩) নমিনি সদস্যদের উপস্থিতিতে সভা আহবান করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন; ৪) সদস্যদের সঞ্চয়ী করার জন্য পাসবহি চালুকরণ; ৫) সমিতির শিক্ষিত নমিণি সদস্য ও অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে উদ্ভাবনী দলের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন উপ-কমিটি গঠন; ↓ ১)ব্যাপক দক্ষতা এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ২) চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রাপ্তির জন্য একটি ক্রেডিট সিস্টেম চালুকরণ; ৩) আধুনিক মাছ চাষের প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসার করা; ৪) পরিবেশ বান্ধব মাছ ধরার অনুশীলন প্রয়োগ; ৫) মৌলিক পর্যবেক্ষণ এবং একটি শক্তিশালী মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তণের মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে একটি লাভজনক আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠাণ হিসেবে গড়ে তোলা। ৬) বরাদ্দপ্রাপ্ত জলমহাল প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা:

● বাস্তবায়নের আগে:

সময়: জেলেদের মধ্যে সীমিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি।

খরচ: মৌলিক পরিষেবা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সামান্য খরচ করা হতো।

ভিজিট: কদাচিৎ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতো।

● বাস্তবায়নের পর:

সময়: ২ বছরের মধ্যে দৃশ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি।

খরচ: স্থায়িত্বের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী খরচ হ্রাস সহ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ।

পরিদর্শন: নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন, ক্রমাগত উন্নতিকে উৎসাহিত করা।

৪। বাস্তবায়ন:

ক) বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আনুপূর্বিক বিবরণ:

উদ্ভাবক কর্তৃক ২০২৩ সালে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার রাজধলাবিল সমাজ উন্নয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উল্লিখিত সমবায় সমিতিটির সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যার কথা। সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা এই সমবায় সমিতির মূল সদস্যদের নমিনি সদস্য হচ্ছে তাদের সন্তানগণ। তাদের মৃত্যুর পর তাদের অবর্তমানে সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী এই সমিতির মালিক হবেন নমিনি সদস্যগণ। এই নমিনি সদস্যরা সবাই কম বেশি শিক্ষিত এবং তারা পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে অন্য চাকুরি অথবা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। তখন উদ্ভাবকের মাথায় এই ধারণাটির জন্ম হয় যে নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তাদের নামে বরাদ্দকৃত জহমহালকে কেন্দ্র করে আরও অনেক কিছু করার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেলে উদ্ভাবনী আইডিয়া/প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গরুপে বাস্তবায়ন করা হবে।

খ) বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা:

৫ বছরের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা (সাধারণ ছক)

বছর	মূল হেড	কার্যক্রম	বাজেট (টাকা)
বছর ১	**প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি**	* কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষণ * তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ * প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৫,০০,০০০
	ঋণ ও সঞ্চয়	* ঋণ সেবা	১,০০,০০,০০০
	উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	* বাজার সংযোগ বৃদ্ধি	২৫,০০,০০০
	অবকাঠামো উন্নয়ন	* অবকাঠামো উন্নয়ন	৭৫,০০,০০০

	কল্যাণ ও সমাজসেবা	* স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা	১০,০০,০০০
	প্রযুক্তি গ্রহণ	* প্রযুক্তি গ্রহণ	১৫,০০,০০০
	টেকসই ব্যবস্থা	* টেকসই ব্যবস্থা	৫,০০,০০০
বছর ২	**প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি**	* প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০,০০,০০০
	ঋণ ও সঞ্চয়	* ঋণ সেবা	১,০০,০০,০০০
	উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	* বাজার সংযোগ বৃদ্ধি	২৫,০০,০০০
	পর্যটন	* পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা	৫০,০০,০০০
	কল্যাণ ও সমাজসেবা	* স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা	১০,০০,০০০
	প্রযুক্তি গ্রহণ	* প্রযুক্তি গ্রহণ	১৫,০০,০০০
	টেকসই ব্যবস্থা	* টেকসই ব্যবস্থা	৫,০০,০০০
বছর ৩	**প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি**	* প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০,০০,০০০

	ঋণ ও সঞ্চয়	* ঋণ সেবা	১,০০,০০,০০০
	উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	* বাজার সংযোগ বৃদ্ধি	২৫,০০,০০০
	পর্যটন	* পর্যটন কেন্দ্র পরিচালনা	৫০,০০,০০০
	গবেষণা ও উন্নয়ন	* গবেষণা ও উন্নয়ন	১০,০০,০০০
	কল্যাণ ও সমাজসেবা	* স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা	১০,০০,০০০
	প্রযুক্তি গ্রহণ	* প্রযুক্তি গ্রহণ	১৫,০০,০০০
	টেকসই ব্যবস্থা	* টেকসই ব্যবস্থা	৫,০০,০০০
বছর ৪	**ঋণ ও সঞ্চয়**	* ঋণ সেবা	১,০০,০০,০০০
	উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	* বাজার সংযোগ বৃদ্ধি	২৫,০০,০০০
	পর্যটন	* পর্যটন কেন্দ্র পরিচালনা	৫০,০০,০০০
	গবেষণা ও উন্নয়ন	* গবেষণা ও উন্নয়ন	১০,০০,০০০
	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	* পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	৫,০০,০০০
	কল্যাণ ও সমাজসেবা	* স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা	১০,০০,০০০

	প্রযুক্তি গ্রহণ	* প্রযুক্তি গ্রহণ	১৫,০০,০০০
	টেকসই ব্যবস্থা	* টেকসই ব্যবস্থা	৫,০০,০০০
বছর ৫	**প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি**	* প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০,০০,০০০
	ঋণ ও সঞ্চয়	* ঋণ সেবা	১,০০,০০,০০০
	উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	* বাজার সংযোগ বৃদ্ধি	২৫,০০,০০০
	পর্যটন	* পর্যটন কেন্দ্র পরিচালনা	৫০,০০,০০০
	গবেষণা ও উন্নয়ন	* গবেষণা ও উন্নয়ন	১০,০০,০০০
	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	* পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	৫,০০,০০০
	কল্যাণ ও সমাজসেবা	* স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা	১০,০০,০০০
	প্রযুক্তি গ্রহণ	* প্রযুক্তি গ্রহণ	১৫,০০,০০০
	টেকসই ব্যবস্থা	* টেকসই ব্যবস্থা	৫,০০,০০০

মোট বাজেট: ১২,৫০,০০,০০০/- (বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ্য টাকা)

গ) বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়িত/সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ:

উদ্ভাবনী আইডিয়া/প্রকল্পের মেয়াদ: ৫ বছর

প্রকল্প এলাকা: নেত্রকোণা/জামালপুর জেলার পূর্বধলা/সরিষাবাড়ি উপজেলার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি

বিষয়	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫	মোট

প্রশিক্ষণ	৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০
ঋণ সেবা	১,০০,০০,০০০	১,০০,০০,০০০	১,০০,০০,০০০	১,০০,০০,০০০	১,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
বাজার সংযোগ	২৫,০০,০০০	২৫,০০,০০০	২৫,০০,০০০	২৫,০০,০০০	২৫,০০,০০০	১,২৫,০০,০০০
অবকাঠামো উন্নয়ন	৭৫,০০,০০০	৭৫,০০,০০০	-	-	-	১,৫০,০০,০০০
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	৫০,০০,০০০
প্রযুক্তি গ্রহণ	১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	৭৫,০০,০০০
টেকসই ব্যবস্থা	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	২৫,০০,০০০

বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

১. তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ:

নমিনি সদস্যদের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নির্বাচন করা। তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

২. প্রশিক্ষণ প্রদান:

মৎস্যজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু:

আধুনিক মাছ চাষ ও ফরমাসের প্রযুক্তি

মাছের গুণমান বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ

ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়ন

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৩. ঋণ সেবার প্রসার:

মৎস্যজীবীদের ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

ঋণের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করা।

ঋণের পরিশোধের জন্য নমনীয় ব্যবস্থা করা।

৪. বাজার সংযোগ বৃদ্ধি:

মধ্যস্বত্বভোগীদের নির্ভরতা কমাতে মৎস্যজীবীদের সরাসরি বাজারে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করা।

চেইন শপ, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি স্থানের সাথে চুক্তি স্থাপন করা।

অনলাইনে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করা।

৫. অবকাঠামো উন্নয়ন:

মৎস্যজীবীদের জন্য ল্যান্ডিং সাইট এবং মাছ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণ করা।

বাজারে মাছের পরিবহনের জন্য যানবাহন সরবরাহ করা।

৬. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা:

মৎস্যজীবীদের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা।

গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করা।

মৎস্যজীবীদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭. প্রযুক্তি গ্রহণ:

মৎস্যজীবীদের মাছ চাষ ও মাছ ধরার কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সরবরাহ করা।

৮. টেকসই ব্যবস্থা:

পরিবেশ বান্ধব মাছ ধরার পদ্ধতি অবলম্বন করতে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

মাছের প্রজনন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯. গবেষণা ও উন্নয়ন:

মাছের নতুন জাত উদ্ভাবন এবং মাছের রোগ প্রতিরোধে গবেষণায় বিনিয়োগ করা।

উন্নত মাছ চাষের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

১০. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কতটা সফল হচ্ছে তা মূল্যায়ন করা।

প্রয়োজনে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করা।

১১. নমিনি সদস্যদের ভূমিকা:

নমিনি সদস্যরা প্রকল্পের সকল স্তরে অংশগ্রহণ করবেন।

তথ্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ বিতরণ, বাজার সংযোগ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা, প্রযুক্তি গ্রহণ, টেকসই ব্যবস্থা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজে সহায়তা করবেন।

১২. প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত করার জন্য:

সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি নিয়মিতভাবে প্রচার করা।

প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা।

ঘ) বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ সমূহ:

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি:

- প্রশিক্ষণ প্রদানে দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে আগ্রহের অভাব।
- প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অবকাঠামোর অভাব।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা।

ঋণ ও সঞ্চয়:

- ঋণের জটিল প্রক্রিয়া।
- ঋণ পরিশোধে অনীহা।
- সঞ্চয়ের অভ্যাস না থাকা।
- উচ্চ সুদের হার।

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ:

- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে জ্ঞানের অভাব।
- উন্নত মানের মাছ উৎপাদনের অভাব।
- বাজারে মাছের দামের অস্থিরতা।
- বাজার সংযোগের অভাব।

অবকাঠামো উন্নয়ন:

- অর্থের অভাব।
- জমি অধিগ্রহণের জটিলতা।
- নির্মাণ কাজে দীর্ঘসূত্রতা।
- দুর্নীতি।
- কল্যাণ ও সমাজসেবা:
- সচেতনতার অভাব।
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব।
- দারিদ্র্য।

প্রযুক্তি গ্রহণ:

- প্রযুক্তি ব্যবহারে জ্ঞানের অভাব।
- প্রযুক্তির উচ্চ খরচ।
- প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব।
- টেকসই ব্যবস্থা:
- পরিবেশগত সচেতনতার অভাব।
- টেকসই ব্যবস্থাপনার জ্ঞানের অভাব।
- আইনের প্রয়োগের অভাব।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ:

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা।
- স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

- রাজনৈতিক অস্থিরতা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
- এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়:
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা।
- সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
- প্রয়োজনে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করা।

চ) চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাদি:

উপরে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থা:

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি:

- দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্রদান করা।
- প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অবকাঠামো উন্নত করা।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঋণ ও সঞ্চয়:

- ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ করা।
- ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা।
- সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ঋণের সুদের হার কমানো।

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ:

- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- উন্নত মানের মাছ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- বাজারে মাছের দাম নিয়ন্ত্রণ করা।
- বাজার সংযোগ উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অবকাঠামো উন্নয়ন:

- প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা।
- জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করা।
- নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- দুর্নীতি দমন করা।

কল্যাণ ও সমাজসেবা:

- জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রচারণা চালানো।
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

প্রযুক্তি গ্রহণ:

- প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- প্রযুক্তির খরচ কমানোর জন্য সরকারি ভর্তুকি প্রদান করা।
- প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

টেকসই ব্যবস্থা:

- পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো।
- টেকসই ব্যবস্থাপনার জ্ঞান প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ:

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত মিটিং ও কর্মশালা আয়োজন করা।
- প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
- প্রয়োজনে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করা।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

জ) পরিবীক্ষণ:

প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি:
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োজন।
এই প্রকল্পের জন্য নিম্নলিখিত পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে:

১. নিয়মিত মিটিং:

- প্রকল্প পরিচালনা কমিটি নিয়মিতভাবে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) মিটিং করবে।
- মিটিংয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি, সমস্যা, সমাধান, পরবর্তী পদক্ষেপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।
- সকল স্টেকহোল্ডারদের মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

২. প্রতিবেদন প্রস্তুত:

- প্রকল্প পরিচালক নিয়মিতভাবে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।
- প্রতিবেদনে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত সাফল্য, চ্যালেঞ্জ, পরবর্তী পদক্ষেপ ইত্যাদি তথ্য থাকবে।
- প্রতিবেদন সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে শেয়ার করা হবে।

৩. মাঠ পরিদর্শন:

- প্রকল্প পরিচালক ও স্টেকহোল্ডাররা নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন করবেন।
- পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের কার্যক্রম, অবকাঠামো, ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হবে।
- পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং প্রয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪. তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন:

- নিয়মিতভাবে (বার্ষিক) তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হবে।
- মূল্যায়নে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ, কার্যকারিতা, প্রভাব, টেকসই ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে।
- মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫. অনলাইন মনিটরিং:

- প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে অনলাইনে প্রদর্শিত করা হবে।
- সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে।
- অনলাইনে অভিযোগ ও পরামর্শ জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে:

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- প্রকল্পের ধরণ ও আকার
- বাজেট
- স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ

একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।

ঝ) বাস্তবায়ন টিম:

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩ ও ৪	সদস্য-৫ ও ৬
মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ। ০১৭২০৫৪৫৩৫৩	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, নেত্রকোণা/জামালপুর	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, পূর্বধলা/ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ি	৩)পরিদর্শক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ। ৪)পরিদর্শক, জেলা সমবায় কার্যালয়, জামালপুর/নেত্রকোণা	৫)সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পূর্বধলা ৬)সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সরিষাবাড়ি

ঞ) টেকসই করণে গৃহীত ব্যবস্থা:

প্রকল্পটি টেকসই করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. পরিবেশগত টেকসই:

- পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- বনায়ন ও জলাভূমি রক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো।

২. অর্থনৈতিক টেকসই:

- ঋণের সুদের হার কমানো।
- ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা।
- উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩. সামাজিক টেকসই:

- নারী ও যুবদের ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক টেকসই:

- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা।
- সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা।
- নিয়মিতভাবে প্রকল্পের মূল্যায়ন করা।

৫. প্রযুক্তিগত টেকসই:

- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- প্রযুক্তির উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করা।

ক্রমিক নং	বিষয়	তথ্যাদি
০১.	উদ্ভাবকের নাম ও পদবী:	মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার, পদবী: উপনিবন্ধক
০২.	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (উদ্ভাবক)	বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ৯/কে (২য় তলা), বি দেবী রোড, ময়মনসিংহ।
০৩.	ফোন/ মোবাইল নম্বর	ফোন (অফিস): +৮৮-০২৯৯৬৬-৬৮১৯৬, মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭২০-৫৪৫৩৫৩
০৪.	ই-মেইল	kalersrot@gmail.com
০৫.	চিহ্নিত সেবার নাম	নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গুলিকে প্রদত্ত সেবাসমূহ।
০৬.	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেওয়া হয়? (বুলেট আকারে অনধিক ৫০ শব্দে)	● আইনি পরিষেবা: নিবন্ধন প্রদান, নির্বাচনে সহযোগিতা, বিরোধ নিস্পত্তিতে সহযোগিতা; ● নিরীক্ষা সম্পাদন: প্রতি নিরীক্ষাবর্ষে জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের নিরীক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদন; ● জলমহাল বরাদ্দ: সরকারী মালিকানাধীন জলমহাল বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ প্রদান। ● ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ: জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সীমিত আকারে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান।
০৭.	চিহ্নিত সেবা/কাজের মূল সমস্যা	● সীমিত প্রশিক্ষণ: মৎস্যজীবী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অভাব। ● ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা: মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোতে টেকসই ক্রেডিট সিস্টেমের অভাব , যার ফলে তারা দাদন ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন; ● সীমিত বাজার সংযোগ: মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের বিস্তৃত বাজার ব্যবস্থার সাথে সীমিত সংযোগ রয়েছে; ● মৌলিক অবকাঠামো: মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যরা অবকাঠামো উন্নয়নে কোন সহযোগিতা পায় না; ● ন্যূনতম স্বাস্থ্য এবং সামাজিক পরিষেবা: কোন স্বাস্থ্যসেবা এবং ন্যূনতম সামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয় না; ● কমিউনিটি উন্নয়ন: কমিউনিটি-উন্নয়নে কোন সহযোগিতা প্রদান করা হয় না; ● প্রযুক্তি গ্রহণ: আধুনিক মাছ চাষ ও ধরার প্রযুক্তি ব্যবহারের সীমিত উদ্যোগ; ● পরিবেশগত স্থায়িত্ব: টেকসই মাছ ধরার অনুশীলনের উপর সীমিত জোর। ● গবেষণা ও উন্নয়ন: গবেষণা ও উন্নয়নে সীমিত বিনিয়োগ। ● পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন: মৌলিক পর্যবেক্ষণ এবংএকটি শক্তিশালী মূল্যায়ন ব্যবস্থার অভাব।
০৮.	চিহ্নিত সেবায়/কাজের সেবা গ্রহিতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (অনধিক ৫০ শব্দে)	নিবন্ধন প্রদানের পরে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো আইনি পরিষেবা, নিরীক্ষা সম্পাদন, সীমিত আকারে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ও জলমহাল বরাদ্দ পাওয়ার সুপারিশ ব্যতিত অন্য কোন সেবা পায় না।
০৯.	উদ্ভাবনী আইডিয়া/প্রকল্পের শিরোনাম	প্রকল্পের শিরোনাম: নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি শক্তিশালীকরণ।
১০.	প্রস্তাবিত	প্রস্তাবিত আইডিয়া/প্রকল্পের সারাংশ:

	আইডিয়া/প্রকল্পের সারাংশ (অনধিক ৫০ শব্দে)	এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল নিবন্ধীত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উন্নতির ব্যবস্থা করা। বিস্তৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্বল্প সুদে ঋণের আর্থিক পরিষেবা, বাজারের বর্ধিত সংযোগের ব্যবস্থা করা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা, প্রযুক্তি গ্রহণ, পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থা, গবেষণা ও উন্নয়ন বিনিয়োগ, এবং একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা। এই সামগ্রিক পদ্ধতি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের সামগ্রিক উন্নতি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে এবং মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করবে।
১১.	আইডিয়া বাস্তবায়ন পদ্ধতি (অনধিক ৫০ শব্দে)	● **নমিনি সদস্য:** মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নমিনি সদস্যর তথ্য হালনাগাদকরণ; ● **আলোচনা ও সভা:** নমিনি সদস্যদের সাথে মতবিনিময়, আলোচনা ও সভা আহবান করা; ● যোগ্যতা ও দক্ষতা: নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা মূল্যায়ন করা; ● মূল্যায়ন: নমিনি সদস্যদের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সমিতির চাহিদা মূল্যায়ন; ● প্রশিক্ষণ কর্মসূচী: ব্যাপক দক্ষতা এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রবর্তন; ● আর্থিক পরিষেবা: একটি ক্রেডিট সিস্টেম চালুকরণ; ● বাজার সংযোগ: মৎস্যজীবীদের বিস্তৃত বাজারের সাথে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ; ● অবকাঠামো উন্নয়ন: ল্যান্ডিং সাইট এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট প্রস্তুতকরণ; ● স্বাস্থ্য এবং সামাজিক পরিষেবা: স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন; ● প্রযুক্তি গ্রহণ: আধুনিক মাছ চায়ের প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসার করা; ● টেকসই ব্যবস্থা: পরিবেশ বান্ধব মাছ ধরার অনুশীলন প্রয়োগ; ● গবেষণা এবং উন্নয়ন: উদ্ভাবন এবং মাছের রোগ প্রতিরোধে বিনিয়োগ; ● পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন: ক্রমাগত উন্নতির জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুকরণ।
১২.	প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++) (ক) বাস্তবায়নের আগেঃ (খ) বাস্তবায়নের পরেঃ	● বাস্তবায়নের আগে: সময়: জেলেদের মধ্যে সীমিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি। খরচ: মৌলিক পরিষেবা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সামান্য খরচ করা হতো। ভিজিট: কদাচিৎ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতো। ● বাস্তবায়নের পর: সময়: ২ বছরের মধ্যে দৃশ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। খরচ: স্থায়িত্বের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী খরচ হ্রাস সহ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ। পরিদর্শন: নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন, ক্রমাগত উন্নতিকে উৎসাহিত করা।
১৩.	আইডিয়া/উদ্যোগটির নতুনত্ব কী?	প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্বতন্ত্রতা হলো, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নমিনি সদস্যদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা ব্যবহার করে সদস্যদের সার্বিক চাহিদা মূল্যায়ণ করা এবং সমবায় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যজীবীদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মৎস্যজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আর্থিক পরিষেবা থেকে শুরু করে বাজার সংযোগ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে।
১৪.	প্রকল্প এলাকা এবং মেয়াদ	**নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার** মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহ, মেয়াদ: ০৫ বছর।
১৫.	(ক) আইডিয়া/প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে? (খ) কিভাবে তা নিরসন করা হবে? (অনধিক ৫০	সম্ভাব্য ঝুঁকি: পরিবর্তনের প্রতিরোধ: মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক সীমাবদ্ধতা: অংশীদারিত্ব ,অনুদান, ক্রেডিট সমবায় সমিতি, ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান করা; পরিবেশগত প্রভাব: টেকসই অনুশীলন ও কঠোর আনুগত্যের মাধ্যমে;

<table>
<tr><td></td><td>শব্দে)</td><td>দক্ষতা গ্রহণ: চলমান প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে;
বাজারের চ্যালেঞ্জ: বাজার সংযোগ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যময় করার মাধ্যমে;</td></tr>
<tr><td>১৬.</td><td>আইডিয়া পাইলটিং/বাস্তবায়ন টিম (কতজন এবং কে কি কাজ করবে সময় উল্লেখসহ)</td><td>
<table>
<tr><th>টিম লিডার</th><th>সদস্য-১</th><th>সদস্য-২</th><th>সদস্য-৩ ও ৪</th><th>সদস্য-৫ ও ৬</th></tr>
<tr><td>মোল্লা মোহাম্মদ নিয়ামুল বাসার উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ। ০১৭২০৫৪৫৩৫৩</td><td>সুমন চন্দ্র পাল জেলা সমবায় কর্মকর্তা, নেত্রকোণা ০১৭১৫৩১২৯৮০</td><td>তরুলতা সাহা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, পূর্বধলা</td><td>৩)পরিদর্শক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়; ৪)পরিদর্শক, জেলা সমবায় কার্যালয়</td><td>৫)সহকারী পরিদর্শক-১ ৬)সহকারী পরিদর্শক-২</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>১৭.</td><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট এবং বিভাজন (খাত ওয়ারী) ঐচ্ছিক</td><td></td></tr>
<tr><td>১৮.</td><td>প্রয়োজনীয় রিসোর্স</td><td></td></tr>
<tr><td>১৯.</td><td>অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>